পুবের কলম
৩১ মার্চ, ২০২১ | বুধবার | ১৭ চৈত্র, ১৪২৭ | ১৭ শাবান, ১৪৪২ হিজরি

ভবিষ্যতে শিক্ষিত, প্রশিক্ষণসম্পন্না শিক্ষিকা উপহার দেবে দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ

বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্তব্য গোলাম আহমদ মোর্তজার

পুবের কলম প্রতিবেদক: অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে অন্যদের এগিয়ে হাওড়ার দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ। এখান থেকে ভবিষ্যতে শিক্ষিতা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা, শিক্ষিকা উপহার পাবে সমাজ। দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের এক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জনাব গোলাম আহমদ মোর্তজা ও অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমানের মেমারি মাদ্রাসা এবং মামুন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জনাব গোলাম আহমদ মোর্তজা সাহেব। তিনি ছাত্রীদের একাধিক প্রেজেন্টেশন, প্রোগ্রাম ও পারফরম্যান্স দেখে তিনি দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের ছাত্রীদের ও পরিচালকদের প্রশংসা করেন। গোলাম আহমদ মোর্তজা সাহেব বলেন, যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী ভাবনায় কাজ করছে দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ। তাঁর কথায়, এই বিশেষ ধরনের মহিলা ক্ষমতায়নের তালিম প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আমার আসার সুযোগ হয়েছে, আমি খুবই উপকৃত হলাম। আমার আশা, এই সমাজ ভবিষ্যতে শিক্ষিতা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা, শিক্ষিকা তথা মাতৃজাতি উপহার পাবে। তিনি পরিচালকমণ্ডলী ও ছাত্রীদের জন্য দোয়াও করেন। অন্যদিকে মেমারি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ক্বারী শামসুদ্দিন সাহেব বলেন, স্কুলকলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় তালিম আছে, উপযুক্ত তারবিয়াত নেই। এখানে উপযুক্ত তালিমের পাশাপাশি তারবিয়াতের ব্যবস্থা আছে। তারসঙ্গে দুনিয়া ও প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষাও রয়েছে। এখানকার শিক্ষিকারা মিশনগুলিতে দ্বীনি শিক্ষা ও তারবিয়তের শিক্ষিকা হতে পারে যা বর্তমানে ভীষণ প্রয়োজন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাজী ইয়াসিন সাহেব। তিনি বলেন, প্রায় বিষয়েরই ভালো শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আপনারা যে শিক্ষিকা তৈরির কারখানা করেছেন এর মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার অভাব মোচন হবে। ঘরে ঘরে এই মহিলাদের মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে বলেই মনে করি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলেজের চেয়ারম্যান মাসউদ রহমান শেখ, জাহাঙ্গির লস্কর, হাসান সরদার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তব্য রাখছেন গোলাম আহমদ মোর্তজা। রয়েছেন কাজী ইয়াসিন, ক্বারী শামসুদ্দিন, শেখ হায়দার প্রমুখ।

মুয়াল্লিমা তৈরির প্রতিষ্ঠান ডিএমসি

আসিফ রেজা আনসারী

মঙ্গলবার ছিল হাওড়ার মুন্সিডাঙা সরদারপাড়ায় 'দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ'-এ উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান। 'দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ' বা ডিএমসি-র পাঠ্যক্রম ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলায় সাড়া ফেলেছে। কর্মকর্তাদের ভাষায়, নারী ক্ষমতায়ন ও মুয়াল্লিমা তৈরি করার জন্যই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান।

মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানটিতে আমন্ত্রিত মেহমান ছিলেন 'পুবের কলম' পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষিকা ফাতিমা যেহ্‌রা। ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্যা আম্বিয়া খাতুন। 'দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ' একদিক থেকে একটি বেনজির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ন্যূনতম দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্রীরাই ভর্তি হতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকোর্সে রয়েছে কুরআন, হাদিস, আকাইদ, মাসায়েল, ইসলামি তারবিয়ত, আরবি ভাষা ইত্যাদি। একইসঙ্গে শেখানো হয় কম্পিউটার, নিউট্রিশন, হেলথ্ সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট, চাইল্ড সাইকোলজি, টিচিং মেথডলজি।

ছবিতে রয়েছেন প্রধানশিক্ষক রুহুল আমিন, ফাতিমা যেহ্‌রা, আহমদ হাসান ইমরান, আম্বিয়া খাতুন, সেখ মাসুদ রহমান। *আরও ছবি ২ ও ৯ পাতায়*

এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আবাসিক এবং স্থানীয় ছাত্রীরা। এ বছর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি পাঁচ বছরে পদার্পণ করল। প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে আহমদ হাসান ইমরান পুবের কলম প্রতিনিধিকে বলেন, 'খুব কমদিনে এই প্রতিষ্ঠানটি যে এত অগ্রগতি করেছে তার পিছনে রয়েছে এর পরিচালকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি।' এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সেখ মাসুদ রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারি সেখ হায়দার আলি এবং যোগ্য ও একনিষ্ঠ শিক্ষক ও পরিচালকবৃন্দের অবদানকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণকারী মেয়েদেরকে দ্বীনি তালিমের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করে তোলা ডিএমসির লক্ষ্য। তাঁদের আরও উদ্দেশ্য, বিভিন্ন মিশন স্কুল, মাদ্রাসা ও সাধারণ স্কুলের জন্য যোগ্য শিক্ষিকা গড়ে তোলা। যাতে বিভিন্ন জেলায় যোগ্য শিক্ষিকা সরবরাহ করা এবং সমাজে বিভিন্নভাবে নারী ক্ষমতায়ণে অগ্রসর হিসেবে তরুণীদের প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তাঁরা গৃহ শিক্ষিকা হিসেবেও কাজ করতে পারবেন।

এই অনুষ্ঠানে আহমদ হাসান বলেন, ইসলামে আধুনিক শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার মধ্যে কোনও ভাগ করা হত না। ➤ *এরপর দু'য়ের পাতায়*

মঙ্গলবার হাওড়ার শীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ছাত্রীরা। ছবি: সঞ্জয় পুরকাইত (মূল খবর ও আরও ছবি প্রথম ও দ্বিতীয় পাতায়

প্রথম পাতার পর— যারা আলেম হতেন তারাই আবার বড় বড় বিজ্ঞানীও হতেন। ইবনে সিনা, ইমাম গাজ্জালি, আল রাজি হচ্ছেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্পেনে মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিষয়ে যেমন জিওগ্রাফি, কেমিস্ট্রি, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধন করেছে, পরে ইউরোপ তা অনুকরণ এবং অনুসরণ করে। অথচ বিজ্ঞান ও শিক্ষায় মুসলিমদের অবদানের কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। এখন আমাদের প্রয়োজন শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের ওদের কাছে ইসলামী সভ্যতাকে তুলে ধরতে হবে। ভুল তথ্য ও অপপ্রচার রুখতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডিএমসি'র ছাত্রীরা বাস্তব ক্ষেত্রে এই কাজ করবেন। মুসলিম সভ্যতায় নারীদের অবদান অনেক ক্ষেত্রে অন্যদের থেকেও বেশি। মা খাদিজা, মা আয়েশা (রা.) এবং পরবর্তীতে আমাদের এই বাংলায় ভাসালিয়া গ্রামের সলাহউন্নিসা এবং বেগম রোকেয়ার যে অবদান রয়েছে তা অনন্য নজির গড়েছে। ফাতিমা যেহরা নিজে যেহেতু শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত, ফলে তিনি কিভাবে পড়ুয়াদের সঙ্গে মিশে যান সে কথা তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, জ্ঞান বা শিক্ষা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই সমাজের উন্নতি নিহিত আছে। আর ইসলাম সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। শিক্ষাকে কেবল বইয়ের মলাটবন্দি করে রাখলে হবে না, জীবনের চলার পথে তার সঠিক বাস্তবায়নের মধ্যেই সাফল্য রয়েছে। মানুষ লক্ষ্যপূরণের জন্য যেমন পরিকল্পনা মাফিক এগোয়, তেমনি ভালো মানুষ হওয়ার জন্যেই মনোস্থির করতে হবে। তিনি বলেন, ভালো কাজের জন্য আল্লাহতায়ালা দুনিয়া অথবা আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন। প্রত্যেক কাজে ব্যাপক প্রতিযোগিতা রয়েছে, কিন্তু ভালো মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে ততটা নেই। ফলে সকলেই যদি সহীহ্ নিয়ত করে, তবে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে। মেয়েরা শিক্ষিত হলে গোটা পরিবারকেই শিক্ষিত করে তুলতে পারবে, তাই মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন ফাতিমা যেহরা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলা পরিষদ সদস্যা আম্বিয়া খাতুন। তিনি মেয়েদেকে জ্ঞান শিক্ষার পথে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর কথায়, একজন নারী কারও মা, কারও কন্যা, কারও বা স্ত্রী ফলে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে নারীর ভূমিকা ও ইসলামী আদর্শে সমাজ গঠনের দিকেও গুরুত্বারোপ করেন। ডিএমসি শীঘ্রই ছাত্রী ভর্তি শুরু করবে। ভর্তির জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করা যেতে পারে ৯০০৭৭৮৩৭৭৪ নম্বরে। ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন আহমদ হাসান ইমরান, ফাতিমা যেহরা ও আম্বিয়া খাতুন। অনুষ্ঠানের প্রথমে ছাত্রীরা কুরআন তেলাওয়াত ও কিভাবে ছাত্রীরা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাড়িতে সহযোগিতা করতে পারে তা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন।